01 SEP 2016
তারিখ ... 01 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষার বুনিয়াদে গলদ শুধু বললেই হবে না সমাধানও করুন

অষ্টম শ্রেণীর ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এখনও মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে দক্ষতার জাতীয় গড় স্তর অর্জন করতে পারছে না। বাংলা বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই। অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজিতে ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থী গড় দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। সব মিলিয়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে বিষয়ভেদে ২৩ থেকে ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদারক ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাজধানীর স্থানীয় একটি স্কুলে আয়োজিত এক কর্মশালায় এ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী জানালেন, বেশিরভাগ কলেজে বেলা ১১টার পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাওয়া যায় না। শিক্ষার্থীরা সকাল ৭টায় বাড়ি থেকে আসে। তারা আসে কোচিং করতে। সকালে যে শিক্ষার্থী আসে সে কোচিং করে ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি চলে যায়। আবার অনেক শিক্ষক মনে করেন, ক্লাসে পড়ালে কোচিং-প্রাইভেটে শিক্ষার্থীরা আসবে না।

আবার উল্লেখিত প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের চেয়ে সাধারণ ধারার শিক্ষার শিক্ষার্থীরা শেখার দক্ষতায় এগিয়ে রয়েছে।

প্রতিবেদনটি যেভাবেই উপস্থাপিত হোক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদের দুর্বলতা বা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে শ্রেণী হিসেবে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণী। অন্যদিকে শিক্ষার বিষয় হিসেবে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত। শ্রেণী ও বিষয় বিবেচনায় দুটোই শিক্ষার মৌলিক বুনিয়াদ স্তরে রয়েছে। তারপরে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল চিত্রটির পূর্ণাঙ্গতা আনল শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থাপিত তথ্য। কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যদি বেলা ১১টার পর আর কলেজেই না থাকে তা হলে দেশে আদৌ কোন কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। কোচিং ব্যবসার প্রসারও বন্ধ হয়নি। এরপর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ন্যূনতম আশার আলো দেখার আর কোন সুযোগ থাকে কি?

আমাদের প্রত্যাশা ছিল, মাউশির প্রতিবেদনে শুধু সমস্যার তথ্যই দেয়া হবে না, সমস্যা সমাধানের পথও দেখানো হবে।

বিদ্যা শিক্ষার শুরুতেই যদি মাতৃভাষা শিক্ষায় গলদ থাকে এবং এরপরে ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা থাকে তা হলে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবন কোনমতেই আর মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং এ সংকটের সমাধানে এখনই দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ওপর জোর দিতে হবে। শুধু শিক্ষক নিয়োগই নয়। এদের সাংবাৎসরিক বিষয়ভিত্তিক দক্ষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখা দরকার, যত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হোক, তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ না থাকলে সেই দক্ষতা আর টিকে থাকে না।

কলেজ শিক্ষকরা বেলা ১১টার পর থাকেন না– মন্ত্রীর এ অভিযোগ কার কাছে? বিষয়টি দেখার দায়িত্ব তো তারই। কী করছে তা হলে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা। কী করছে তা হলে কলেজ প্রশাসন? শিক্ষামন্ত্রী ক'টি কলেজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটাও তো জানা দরকার। মন্ত্রীর মুখ দিয়ে সমস্যার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা সমাধানে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং তার কতটুকু বাস্তবায়ন করা গেছে সেটাও আমরা জানতে চাই। তা না হলে ফলাফলহীন সত্য প্রকাশে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন হবে না।